ক্যাপসিকাম / মিষ্টি মরিচ (Capsicum)

ভূমিকাঃ

ক্যাপসিকাম (*Capsicum* annuum) বা মিষ্টি মরিচ সারা বিশ্বেই একটি জনপ্রিয় সবজি। বাংলাদেশেও এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। ক্যাপসিকামের আকার ও আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তবে সাধারণত ফল গোলাকার ও ত্বক পুরু হয়। ক্যাপসিকাম আমাদের দেশীয় প্রচলিত সবজি না হলেও ইদানিং এর চাষ প্রসারিত হচ্ছে। ক্যাপসিকাম লাল-হলুদ-সবুজ-কমলা ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। জাত ও মৌসুম ভেদে মিষ্টি মরিচের জীবনকাল ১৩০-১৫০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

জলবায়ু ও মাটিঃ

মানসম্মত ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬-২১° সেলসিয়াস এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে, ফলন ও মান কমে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা রোপণ করলে দেখা যায় যে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারি পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারণে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এজন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনি, পলি হাউস, পলিভিনাইল হাউসে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে। সুনিস্কাশিত দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি ক্যাপসিকাম চাষের জন্য উত্তম। ক্যাপসিকাম খরা এবং জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। ক্যাপসিকামের জন্য মাটির অম্লক্ষারত্ব ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয়।

জাত পরিচিতিঃ

বারি মিষ্টি মরিচ-১ জাতটি অনেকটা মাঝারী ঝোপালো আকৃতির এবং উচ্চতায় ৭০-৭৫ সেমি হয়। প্রতি গাছে ৭-৯টি ফল ধরে এবং ফলের গড় ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। বড় আকর্ষণীয়, Bell shaped চকচকে সবুজ ফল, পাকলে গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে। চারা লাগানোর ৬০ দিন পর ফুল আসতে শুরু করে এবং ৩০-৪০ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। বড় বড় সুপার সপ কিংবা মার্কেটে মিষ্টি মরিচ সাধারণত ক্যাপসিকাম নামে বিক্রয় করা হয়। জীবনকাল ১২৫-১৩৫ দিন। ফলন ১৪-১৫ টন/হেক্টর।

বারি মিষ্টি মরিচ-২ জাতটি ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় আকর্ষণীয় ফল। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে আবাদকৃত জাতগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে - California 1, Tender Bell, Yellow Wonder ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এগুলোর বীজ আমদানি করতে হয়।

জমি তৈরিঃ

চারা রোপণের জন্য জমি সঠিক ভাবে তৈরি করে নিতে হবে। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে । প্রতিটি বেড প্রস্থে ৭৫ সেমি হতে হবে এবং লম্বায় দুটি সারিতে ২০ টি চারা সংকোলনের জন্য ৯ মিটার বেড হবে । দুটি সারির মাঝখানে ৩০ সেমি ড্রেন করতে হবে ।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিঃ

ক্যাপসিকাম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি/হেক্টর)	পিটে বা গর্তে (কেজি/হেক্টর)	উপরি প্রয়োগ	
				চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর

সার	মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি/হেক্টর)	পিটে বা গর্তে (কেজি/হেক্টর)	উপরি প্রয়োগ	
				চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
গোবর/ কম্পোস্ট	১০ টন	৫০০০	৫০০০	-	-
ইউরিয়া	২৫০	-	৮৪	৮৪	৮৪
টিএসপি	৩৫০	৩৫০	-	-	-
এমপি	২৫০	-	৮৪	৮৪	৮৪
জিপসাম	১১০	১১০	-	-	-
জিংক অক্সাইড	৫	৫	-	-	-

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার ও সম্পূর্ণ টিএসপি, জিংক অক্সাইড, জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার, ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং এমপি প্রয়োগ করতে হবে গর্তে। বাকি ইউরিয়া ও এমপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপনের সময়ঃ

অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস।

বীজের মাত্রাঃ

প্রায় ১৪০টি বীজ প্রতি এক গ্রাম বীজে থাকে। অঙ্কুরোদগমের হার ৯০% এবং প্রতিষ্ঠার /বাঁচার হার ৯০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টরে বীজের পরিমাণ ২৩০ গ্রাম এবং চারার সংখ্যা ৩০,০০০ প্রয়োজন।

চারা উৎপাদনঃ

প্রথমে বীজগুলো ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০ × ২ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝারি দিয়ে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ৭-১০ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯ × ১২ সেমি আকারের পলি ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩ : ১ : ১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোস্ট এবং বালি মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।

চারা রোপণঃ

চারা বিকেল বেলা রোপণ করা উত্তম। চারার রোপণ দূরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত ৩০ দিন বয়সের চারা ৪৫×৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইলন নেট এবং পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

আন্তঃপরিচর্যাঃ

- **সেচ প্রয়োগঃ** মিষ্টি মরিচ খরা ও জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।
- **খুঁটিঃ** কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুঁটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভারে হেলে না পড়ে।
- **আগাছা দমনঃ** আগাছানাশক বা হাত দিয়ে অথবা নিড়ানী দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে।

ফসল তোলাঃ

মিষ্টি মরিচ সাধারনত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় লালচে হলদে হওয়ার পূর্বেই মাঠ থেকে উঠানো হয়। সাধারনত সপ্তাহে একবার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা অথবা ছায়াযুক্ত স্থানে বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফসল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ফলে সামান্য পরিমাণে বোঁটা রেখে দিতে হবে।

ফলনঃ

উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করলে বারি মিষ্টি মরিচ ১ জাতে ১৪-১৫ টন এবং বারি মিষ্টি মরিচ ২ জাতে ২৫-৩০ টন হেক্টরপ্রতি ফলন পাওয়া সম্ভব।